

## নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কুয়েট শিক্ষার্থীদের টিম “মহাকাশ”



নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন “মহাকাশ” টিমে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

১২ ডিসেম্বর, ২০২১

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) টিম “মহাকাশ”। ১৬০ টিরও বেশী দেশ থেকে ৪৫০০ টিরও বেশী টিমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) চার শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বাউয়েট) এর দুই শিক্ষার্থীর একটি সমন্বিত টিম “মহাকাশ” নামে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা আয়োজিত নাসার স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জের “বেস্ট মিশন কনসেপ্ট” ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া এই দলটিতে কুয়েট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ’১৫ ব্যাচের সুমিত চন্দ, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ’১৫ ব্যাচের আলভী রওনক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ’১৬ ব্যাচের সামির ইমতিয়াজ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ’১৭ ব্যাচের শিশির কৈরী অংশগ্রহণ করে।

বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে কুয়েটের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আওতাধীন ৪৬ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’র (এ.পি.এ) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে কুয়েট। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কুয়েট শিক্ষা ও গবেষণায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সুযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, টিম মহাকাশের উদ্ভাবিত টুলস ‘অ্যাডভান্সড রিগোলিথ স্যাম্পলার সিস্টেম (এআরএসএস)’ মূলত মহাকাশচারীরা ভিনগ্রহের পৃষ্ঠে অভিযানের সময় মুক্তভাবে উড়তে থাকা ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারবে। চাঁদে বিগত মানব মিশনগুলোতে মহাকাশচারীরা পৃষ্ঠতলে উপস্থিত ধূলিকণার মধ্যে কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হন বলে অভিযোগ করে আসছিলেন। কম গ্র্যাভিটিতে মূলত ধূলিকণাগুলো সহজেই উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকে। ফলে নমুনা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হতো মহাকাশচারীদের। একই সঙ্গে মহাজাগতিক রেডিয়েশনের কারণে আয়নিত হওয়ায় তা স্পেসস্যুটের গায়ে লেগে থেকে স্যুট ড্যামেজ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করত। টিম “মহাকাশ” এ সমস্যার কার্যকর একটি সমাধান বের করে একটি টুল সেট উদ্ভাবন করে, যেটি এই ধূলিকণাগুলোকে আবদ্ধ চেম্বারে আটকে ফেলে এবং ধূলিকণাগুলোকে ভেসে থাকার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে দেয় না।